ঋগ্বেদের নৈতিক মূল্যবোধ

সুদীপ্তা বাড়ই
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

বিশ্বের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদ। এই বেদ চার ভাগে বিভক্ত - ১. ঋক্‌বেদ, ২. সামবেদ, ৩. যর্জুবেদ, ৪. অথর্ববেদ। এই চতুর্বেদের মন্ত্র অংশকে বলে সংহিতা, সংহিতার পরে আসে ব্রাহ্মণ তারপরে আরণ্যক ও উপনিষদ্। বিশাল বৈদিক সাহিত্যে শেষ ভাগে পাওয়া যায় ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ "সব ব্যাদে আছে" কথাটি ব্যাঙ্গ করে বলা হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নীতি সম্পর্কিত সকল বিষয়ের উল্লেখ বেদেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কোন এক সুদূর অতীতে তপোনিষ্ঠ ঋষিদের ধ্যানলব্দ যে শাশ্বত বানী জ্ঞানের আকর রূপে 'বেদ' মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই বেদে ছড়িয়ে আছে নৈতিক চেতনার স্বাক্ষরবাহী অজস্র মণিমুক্তা। এর পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় ও বৈদিক সাহিত্যে একেবারে দুর্লভ নয়।

ঋগ্বেদের নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। চারবেদের প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এই বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০ হাজারের ও বেশী। দশটি মন্ডলে বিভক্ত ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহে সে যুগের নৈতিক মূল্যবোধের অভিব্যাক্তি পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। ন্যায়বোধ; নীতিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ধর্ম, পূণ্য, সত্য, নিয়ম প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। সেই কারনে ঋগ্বেদের ৭ম মন্ডলের দুটি সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে পাপ সচেতনতাকে নৈতিক মূল্যবোধের মানদন্ড রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ পাপবোধ থাকলে তবেই মানুষই পূণ্যের পথে অগ্রসর হয়। সে রকম ধর্ম - অধর্ম, সত্য - মিথ্যা, ন্যায় - অন্যায় এই পরস্পর বিপরীতধর্মী তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ ও নৈতিক ভাবধারাকে নিজস্ব পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্রথম সূক্তে পাপবোধক অণৃত, আগস্ ও এনস্ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সূক্তের (৭/৮৮/৫৬) দুটি মন্ত্রেও পাপমুক্ত হওয়ায় প্রার্থনা ধ্বনিত হয়। নৈতিক জগতে 'ঋত' অর্থাৎ নিয়মের উল্লঙ্ঘন ঘটলেই পাপের আর্বিভাব হয়। এখানে সত্য ও ন্যায়ের উল্লঙ্ঘনকেই অর্থাৎ অনৈতিক আচার আচরণকেই 'পাপ' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে আর্দশ নৈতিক জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিনিবেদন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতা নির্দিষ্ট পথে সুষম ঐক্যে জীবন অতিবাহিত করার বিষয় পরিস্ফুট, আনোভদ্রীয় সূক্তের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রে (১/৮৯/৮) সার্বজনীন প্রার্থনার দেখি তারই প্রতিধ্বনি - যা ভাল তাই যেন আমরা শ্রবন করি, যা শুভ তাই যেন আমরা দেখি[১]। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তাই স্পষ্টোক্তি শুনি[২] - যা ভাল ও সত্য তাই শোনা উচিত, বহুভাবে উচ্চারিত বাক্য শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রহন করে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় আনন্দময় ও সুন্দর বাক্য শোনে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় সকল দিক হতে শোনে। আমরা

Scanned with CamScanner

চক্ষুরিন্দ্রিয়যুক্ত তাই অন্ধ নই। আমরা জীবিত থেকে জ্যোতি লাভ করি। স্বর্গীয় জ্যোতি ও অমরত্ব প্রাপ্ত হই[৩]।

নীতিদর্শনের অন্যতম সোপান

নীতিদর্শনের অন্যতম সোপান মানুষের কর্তব্যবোধ। কর্তব্যের যথাযথ অনুষ্ঠান করে ও অকর্তব্যের আচরণ থেকে বিরত থেকে তবেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। সেই কারনে শুধু নিজের জন্য নয়, অপরের জন্যও কিছু করার প্রয়োজন আছে। সেকথা ঋগ্বেদের (১০/১১৭) সূক্তে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। ঋষি বলেছেন - যার মন উদার নয় তার মিথ্যা ভোজন করা বলতে কি, তার ভোজন তার মৃত্যুস্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না, তার কেবলই পাপ, যে একা একা খায়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৫/৮৫/৭) বরুণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে - "হে বচ্চন যদি আমরা কখন ও কোন দাতা, মিত্র, ভ্রাতা নিকট প্রতিবেশী কিংবা আগন্তুকের প্রতি কোন অপরাধ করে থাকি, তা হলে তুমি তা নষ্ট কর, মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ সহবাস, হঠকারিতা প্রভৃতিকে নৈতিক জীবনের বিচ্যুতিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর থেকেই প্রমানিত হয় সে যুগের নৈতিক জীবনাদর্শ কত উন্নত ও মহনীয় ছিল।

নীতিদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা ও ধর্মবিশ্বাস। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ব্রাহ্মন সমূহে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'সর্বমেধ' নামক এক বিশেষ ধরনের যজ্ঞে অন্তরসত্তার মুক্তিসাধনে সবকিছুকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সৎভাবে জীবনযাপনের প্রধান শর্ত হিসাবে প্রার্থনা ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে যা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করবে। তাই নৈতিক জীবনের ভিত্তিই হল - কথায় ও কাজে সত্যবাদিতা। সে যুগের জনসাধারন দিশেহারা হয়ে জানতে চাইছে যজ্ঞ কি তাদের পুণ্যার্জনে সাহায্য করবে অথবা পাপের পথে নিয়ে যাবে ? এরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনি মতপথ ব্রাহ্মন (১/২/৫/২৪)[৪] মনুষ্যগন অবিশ্বাসে নিমজ্জিত।

শ্রদ্ধাসূক্তের আলোচনা

ঋগ্বেদের শ্রদ্ধাসূক্তে (১০/১৫১) কিন্তু শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। দ্রব্য যজ্ঞই হোক আর জ্ঞানযজ্ঞই হোক, এই দুইয়েরই ভিত্তি হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাতেই সাধনার আরম্ভ। তাই শ্রদ্ধা পৃথিবীকেই আশ্রয় করে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকলে তবেই দেবতার অস্তিত্ব বোধগম্য হয়।[৫] কৌষীতকি ব্রাহ্মনে বলা হয়েছে - "যিনি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যজ্ঞ করেন তাঁর ঈশ্বরভক্তি কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না"[৫]। ঐতরেয় ব্রাহ্মনে[৬] দেখতে পাই যে - যজ্ঞে যজমান ও যজমানপত্নী উভয়ে যথাক্রমে সত্য ও শ্রদ্ধাস্বরূপ। ঋগ্বেদের শ্রদ্ধাসূক্তের ঋষিরা শ্রদ্ধা কামায়নী। অর্থাৎ শ্রদ্ধার জন্মকাম থেকে। এই কাম যে হৃদয়ের আকূতি তার ও ইঙ্গিত সূক্তের মধ্যে আছে[৭]। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মনে বলেছে[৮] - শ্রদ্ধা অমৃত দোহকারী কামবৎস্যরূপা। ভুবনের অধিরাজ্ঞী। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা - "তিনি আমাদের জন্য অমৃতময় লোক ধারণ করুন[৯]।

শ্রদ্ধাসূক্তের আলোচনায় শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ধর্ম যজ্ঞ বা আত্মত্যাগ যার উল্লেখ পাই আমরা ঋগ্বেদে[১০]। যজ্ঞ বুঝতে গেলে তিনটি শব্দের ব্যাখা প্রয়োজন- দ্রব্য, দেবতা ও ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। যে দ্রব্যত্যাগ করা হয়, তাকে বলে হব্য।

Scanned with CamScanner

নৈতিক জীবনাদর্শ আধ্যাত্মবাদ

বৈদিক যুগের নৈতিক জীবনাদর্শের পশ্চাতে অধ্যাত্মবাদের প্রভাব বড় কম নয়। তাই সে যুগের নীতিদর্শন ও নিয়মশৃঙ্খলা আলোচনা করতে হলে আধ্যাত্মিক চিন্তাও এসে পড়ে। চলমান ভূতবর্গ দুটি পৃথক মার্গে গমনাগমন করে –একটি পিতৃপুরুষগনের গমনমার্গ যাকে পিতৃযাণ বলা যেতে পারে, অপরটি দেবতাদের ও মনুষ্যগনের গতিপথ যাকে দেবযান আখ্যায় অভিহিত করা যায়। ঋগ্বেদের (১০/৫৮) সূক্তে মৃত ব্যাক্তির আত্মাকে যমের নিকট থেকে স্বর্গ, পৃথিবী ঊষা এমনকি যদি তা পর্বতমালার উপর ও চলে গিয়ে থাকে তবে তাকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং জন্মান্তরবাদ বীজাকারে নিহিত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

বর্তমানের নৈতিকতা

বর্তমানযুগের পটভূমিকায় বেদে উক্ত নৈতিক জীবনবোধের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। সে যুগের ন্যায়, নীতি, নিয়ম, শৃঙ্গলা সর্বোপরি সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস বৈদিক আর্যগনের জীবনাধারাকে এক সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করত। সমাজে বাস করতে হলে একা খেলে হবে না। সকলকে সেই অন্ন ভাগ করে দিতে হবে। এই যে সকলের সাথে অচ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধন তার মূলে আছে বিশ্বজনীন মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ, কেউ ক্ষুদ্র নয়, কেউ হীন নয়, কেউ নীচ নয়, সকলের মধ্যেই বৈদিক আর্যেরা দেবভাবের সন্ধান পেয়েছেন, এই দেবভাবের মহিমায় মন্ডিত প্রতিটি মানুষ বিশ্বমানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীকে সকলের বাসযোগ্য আদর্শ নিবাসস্থল রূপে গড়ে তুলবে। তখন সকলে ঈর্ষা, দ্বেষ, অসন্তোষ সমস্ত রকম অন্যায় বিসর্জন দিয়ে এক সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠন করতে পারবে। তাই বিংশ শতকের শেষপাদে এসে আমরা যদি বৈদিক ভারতের ঋত, সত্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তপস্যা মন্ডিত আদর্শ নৈতিক জীবনকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত করতে পারি তবে সেটাই হবে আমাদের চরম প্রাপ্তি ও পরম সম্পদ।

সূত্রনির্দেশ

১. ঋক্‌বেদ , আনোভদ্রীয় সূক্ত ১/৮৯/৮
২. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মন ২/৫/২/৩
৩. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মন ২/৫/২/৩
৪. শতপথ ব্রাহ্মণ ১/২/৫/২৪
৫. ঋগ্বেদ ২/১২/৫ ঘ
৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/২/১০
৭. ঋগ্বেদ ১০/১৫১/৪ গ
৮. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/২/৩/১-২
৯. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/২/৩/১-২
১০. ঋক্‌বেদ ১/১৬৪/৫০, ঋ - ১০/৯০/১৬

Scanned with CamScanner